ভাস্কর্যে গল্প, কবিতা ও তার বেশী কিছু

তন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

বিকাশদা(অধ্যাপক বিকাশ দেবনাথ, কলাভবন) একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন,শান্তিনিকেতন চত্বরে ছড়িয়ে থাকা ভাস্কর্যগুলোর মধ্যে চৈতি তাঁর সবথেকে প্রিয়। শুনে অবাকহয়েছিলাম। কেননা আমরা তো সকলেই প্রায় একমত যে পৃথিবী বিখ্যাতপরিবেশধর্মী ভাস্কর্যগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি তো এখানেই রয়েছে - ধানঝাড়াই, কলের বাঁশি, সাঁওতাল পরিবার, সুজাতা-এর যে কোনটিই যে কোনশিল্পীর প্রিয় হয় সাধারণত। কিন্তু 'চৈতি'।

চৈতি মাটির একটিকুঁড়েঘর যা নন্দলাল বসু ভেবেছিলেন পাঠভবনের ছেলেমেয়েদের কথা ভেবে। কেননা এই চৈতিতেই রাখা হতোপাঠভবনের কোন ক্লাসের কোন একটি ছাত্র বা ছাত্রীর সেই সময়ের সেরাকাজটি। সারা সপ্তাহ ধরে, কখনো বা সারা মাস ধরে। পথ চলতি মানুষ যেন তার চলার পথে অন্তত একটিশিল্পকর্মের নমুনা দেখতে পান। এটুকুতেও যদি কিছুটা উপকার হয়এ-সমাজের।

যাই হোক সেদিন থেকেভাস্কর্য সম্বন্ধে জ্ঞাত ধারণায় একটি নতুনদিকের সংযোজন ঘটল। ভাস্কর্যেওগল্পবলা যায়, তাকে নিয়ে আসা যার মাটির আরো কাছাকাছি, সেখানে শুধুবস্তুর আলোছায়া মাস-ভল্যুম নয়, নয় বস্তুর হুবহু অনুকরণ। একটি বিশেষ ঘটনাকেওধরা যায়। ধরা যায় নদীনালা,পাহাড় পর্বত,জোনাকীর আলো, চাঁদ, পাখি,সুনিবিড় ছায়াঘেরা গ্রাম, ঘাসফুল এসব ও প্রকৃতি বা ল্যাডস্কেপ শুধু ছবিরবিষয়বস্তু হতে পারে না। ভাস্কর্য হয়েও দেখা দিতে পারে।

আকার আশ্রিত জগৎথেকেই তো ভাস্কর্যের ধারণা, সুতরাং শুধুই নিরেট আকার কেন, তাকেঘিরে পরিবেশও রচনা করা যেতে পারে। আবার বির্তকও রয়েছে এই ভাবনা চিন্তা নিয়ে। অনেকেইবলেন এই 'ন্যারেটিভ আর্ট' বা বর্ণনাত্মক ভাস্কর্যে ভাস্কর্যগুণনষ্ট হয়। অর্থাৎ তার ওজন বা জমাট বাঁধা আকারে যে সঞ্চিত শক্তি তা এখানেদুর্বল হয়ে পড়ে। বিতর্ক যাই থাক, বলতেই হয় আমাদের ভারত-ভাস্কর্যেরবেশীর ভাগই (মন্দির গাত্রে উৎকীর্ণ) বর্ণানাত্মক বা বিশ্লেষণ ধর্মী।

তবে এই বর্ণনাত্মককাজের মধ্যেও যদি ভাস্কর্যের সুলভ গুণ নষ্ট না হয় অর্থাৎ আমাদেরভাস্কর্য সম্পর্কে প্রথাগত ধারণা এবং সময়ের দাবী মেনে নিয়ে যদি সচেতনভাবে কোনশিল্পী কাজ করেন, তাঁকে আমাদের মেনে নিতেই হয়। একদিন না একদিন তাঁকে নিয়ে তাঁর কাজ নিয়ে আমাদের ভাবতেই হয়।

এই ভাবনাতে বা এই বিশেষ ধারাটিতে সবদেশেই বহু কাজহয়েছে বা হচ্ছে। আমরা আলোচনা করব আমাদের সময়ের এই বাংলায় এই ধরনেরকাজ করেছেন বা করছেন এমন ক'জনকে নিয়ে।

আলোচনা যাওয়ারআগে আমাদের এখানে এর শুটা একটু দেখে নেওয়া যাক্।

এপ্রসঙ্গেপ্রথমে নন্দলাল বসুর কথা মনে করতেই হবে। শিল্প জগতের শুধু ছবি নয় সমস্ত মাধ্যম গুলিতেইপ্রথম মৌলিক চিন্তা ভাবনা করেন তিন, রূপকারও তিনিই।পঞ্চাশের দশকে ছবির মতোই মাটি দিয়ে গড়ে ছিলেন একটি গ্রাম। পরপর কয়েকটি বাড়ি-ছোট কাজ, কিন্তু মনে হয় যেন একটিগোটা গ্রামের ছবি। পরপরকয়েকটি বাড়ি-ছোট কাজ, কিন্তু মনে হয় যেন একটি গোটা গ্রামের ছবি। এও তো ভাস্কর্যের একগুণ যাকে আমরা আসলে 'মনুমেন্টাল কোয়ালিটি' বলি। যদিও কাজটি আসলে কামারপুকুর মন্দিরেরপরিকল্পনা, কিন্তু শুধু ভাস্কর্য হিসেবে এটি অনন্য।

তাই মনে হয় বিকাশদা সেদিন ঠিকই বলেছিলেন, বা বুঝেছিলেনওনার মতো করে চৈতিকে। বাংলার গ্রামের মৌলিক চিরিত্রটুকু শুধু একটি দোচালা ঘর, দু-পাশেমাটির ছোট্ট দুটি দেওয়াল-খড়ে ছাওয়া। কিন্তু খড় নেই, খড়ের প্রকাশওমাটিতেই। শুধু তাই নয় সেটি কোথায় বসবে, তার পরিপার্শ্বিকতা যেটি উন্মুক্ত ভাস্কর্যের(আউটডোর স্কাল্পচার) প্রধান গুণ। সেদিক থেকেওতার স্থাননির্বাচন চিন্তাশীল মনেরই পরিচয় দেয়।

ভাস্কর্যে তিনি নিজেকেউজাড় করে দিতে পারেননি বা হয়ত চাননি। রঙে, রেখায় নিজেকে বেশীস্বচ্ছন্দবোধ করেছেন। তবে ভাস্কর্যেও যেতিনি গল্প বলতেই চেয়েছিলেন তাআরও দু-একটি ঘটনায় শোনা যায়। কিংকরদার বিখ্যাত কাজ 'কলেরবাঁ

শিতে মেয়েটির মাথায় ছোট্ট কলসি দেওয়া কিংবা স্বজাতার'সুজাতা' হয়ে ওঠা-এসবই নাকি মাষ্টারমশাইয়ের অবদান। যাই হোক এ ভাবেইমাষ্টারমশাইয়ের হাত ধরে এই গল্পবলা ভাস্কর্য বয়ে চলল পরবর্তীসময়ের পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে দিয়ে। আমরা অলোচনা করব এইসময়ের তিনজন শিল্পীকে নিয়ে যাঁরা আবার নিজেরা এই ধারাকে অনেকপরিশীলিত করেছেন এবং তাঁদের কেউ কেউ এখনো এগিয়ে নিয়ে চলেছেন,আবিষ্কার করে চলেছেন প্রকৃতির নতুন নতুন সুর, অনেক না বলা কথা।

বিকাশ দেবনাথ ঃ(১৯৪১-'৯৯) গভঃ আর্ট কলেজ থেকে প্রথাগত ধারায়শিক্ষালাভ করে বিভিন্ন কর্মস্থল ঘুরে বীরভূমের সিউড়িতে যান এবংপরে শান্তিনিকেতনের কলাভবনের ভাস্কর্য বিভাগে অধ্যাপক হয়ে আসেন।বীরভূমের প্রকৃতি তার ক্ষতা, সেখানকার সাঁওতালদের জীবনগভীর ভাবে প্রভাবিত করে এই সরল মানুষটিকে। বদলে যায় কাজেরধারা। ষাটের দশকের গতানুগতিকতা কাটিয়ে সরে যান অনেকদূরে। ভাস্কর্যহয়ে ওঠে ছোট ছোট গল্প কবিতা। যেখানে হ্যারিকেনের আলো পড়েপিঁপড়ের সারির ওপর, টর্চের আলো জমাট বাঁধে ধাতুতে, পালতোলানৌকা, বৃষ্টির ফোঁটা খড়ের চাল বেয়ে নেমে আসে - এসবই তারভাস্কর্যের বিষয়।

একটিকাজের কথা মনে পড়ে যেখানে বাঁশ ঝাড়ের মাঝে একটি ভাঙা কলস। বৃষ্টিহয়ে গেছে, কানাভাঙা কলসিতে জল জমে রয়েছে, পূর্ণিমার রত্রি বোঝাতে সেইকলসির জলে চাঁদের প্রতিফলন - কি অসাধারণ দক্ষতায় ধরেছেনপ্রতিটি বস্তুর ভাস্কর্যে রূপকে। পরিবেশ বোঝাতে কোথাও 'পাতিনা' করেছেন কোথাও'বার্ফ' করে উজ্জ্বল করেছেন চাঁদের আলো। কারিগরিদক্ষতার কি অপূর্ব প্রয়োগশিল্পসুষমায়। আর একটি কাজ পালতোলা কয়েকটি নৌকা পারে বাঁধা।বালির জর ও জলের মাঝে কয়েকটি লিরিক্যাল লাইন - যেন কঠিন ধাতুতে লেখাকবিতা। খোয়াইয়ের উঁচু নিচু জমি, তালগাছ, গোর গাড়ি, শুধু তাই নয়ছায়াকেও রূপদান করেছেন আকারে। ছায়া নিজেই ভাস্কর্য হয়ে হাজির হয়েছেপেডেস্টেলে, আবার কোথাও মেঘ নেমে এসেছে পুকুরের জলে, রেলগাড়ীরধোঁয়া, ব্রীজ, নদীর জলে গাছপালার উল্টে প্রতিচ্ছবি ও সমস্তকে কি অসাধারণ দক্ষতায় বিমূর্তেনিয়ে গেছেন। প্রকৃতিকে নিবিড়করে পেতে চেয়েছিলেন বলেই এমন সব ভাবনা ভাবতে পেরেছিলেন। আরো কতো যে 'কাজ' শুধুমাটিতেই করে চলে গেলেন - সময় পেলেন না সেগুলোকে পাকাপাকি কোনমাধ্যমে ট্রান্সফার করার। প্রচারের আড়ালেই থেকে গেলেন এ সময়ের একঅন্যতম সেরা ভাস্কর।

মীরামুখার্জী (১৯২৩-১৯৯৬) -- ধ্রুপদী সঙ্গীতের শিক্ষার্থী নিজেই বলেছেনতিনি নিজেই বলে গেছেন। কঠিন ধাতুর এমন কমনীয়তা ও তার প্রয়োগআধুনিক ভাস্কর্যে কমই দেখা গেছে। বর্ণনাধর্মী এই কাজগুলিও ৭০ এর দশকের প্রথমদিকে শুধু হয়েছিল। যদিওতাঁর কাজের ব্যাপারে প্রতিষ্ঠিত ভাস্করদের বলতে শোনা গেছে --আবেগের আর একটু সংযম দরকার ছিল। কিন্তু সেই সব গেছে-- আবেগের আরএকটু সংযম দরকার ছিল। কিন্তু সেই সব গভীর মমতামাখা কাজগুলিকে কিআমরা উপেক্ষা করতে পারবো কোনদিন।

প্রকৃতিকেভালোবাসতেন, ভালোবাসতেন প্রকৃতির কোলে বেড়ে ওঠা মানুষকে,মানুষের কায়িক শ্রমকে। ঘুরে বেড়িয়েছেন সারাদেশ জুড়ে, দেখেছেন আমাদেরলৌকিক শিল্পীরা কিভাবে ঢালাই করেন। তাদের আটপৌরে পদ্ধতিতে।ডোক্রা পদ্ধতিতে তিনি কাজ করেছেন। যদিও তাঁর খুবই আপত্তি ছিল এই আখ্যায়। কিন্তু লৌকিক এইপদ্ধতিকে কাজে লাগিয়েই গড়েছেন প্রায় ১২ ফুট উঁচু সম্রাটঅশোকের মূর্ত্তি। শুধু ইতিহাসই তাঁকে ভাবায়নি, ভাবিয়েছে তাঁরচারপাশের জগৎ, স্বপ্ন। লৌকিক থেকে অলৌকিক বিচরণ করেছেনতাঁর স্বভাবসিদ্ধ প্রকাশভঙ্গিতে। শুধুই 'আকারে'(ফর্মে) সন্তুষ্ট থাকেননি, শিশুর সারল্য নিয়ে কোথাও লিখে গেছেন,কোথাও বা আঁক কেটে গেছেন মূর্ত্তির গায়ে। ভাস্কর্য সম্পর্কে আমাদেরপ্রথাগত ধারণাকে ভেঙ্গে দিয়ে অন্য মাত্রা নিয়ে এসেছেন। কুলোয় করে ধানঝাড়া, ছেলের পালের ঘুড়ি ওড়ানো, নদীর বয়ে চলা-- এমন কত ছবিই একেছেনধাতু দিয়ে। ভাস্কর্যের জ্যামিতিকে বিশুদ্ধতাবা অ্যাকাডেমিক রীতিনীতির বাইরেযেতে চেয়েছিলেন। সমালোচিতও হয়েছিলেন। তবু তীব্র আবেগ থেকে কোনদিনবেরিয়ে আসেননি। পাল্টে নেবারচেষ্টা করেননি। সযত্নে লালিত হয়েছে তাঁর নিজস্ব চরিত্রটি।

গোপীনাথ রায় ঃ (১৯৫৩) এর পরেওযিনি এই ধারায় নিজস্ব জায়গা করে নিয়েছেন কোন পুনরাবৃত্তি না ঘটিয়ে

তিনিশিল্পী গোপীনাথ রায়।

গভঃআর্টকলেজ থেকে পাশ করে কর্মসূত্রেচলে যান শঙ্করপুরে। সেখানে সমুদ্রের গর্জন, ঝাউবনের শন্‌শন্‌ হাওয়াআস্তে আস্তে বদলে দিতে থাকে শিল্পীর শহুরে জীবনকে। পরিবেশেরপ্রভাব পড়তে থাকে দৈনন্দিন স্কেচে। স্কেচ থেকে মুর্তিতে। মে ষের পাল,রাখাল, ছেলেদের নৌকা টানা -- এসবই সেই সময়ে মূর্তি হয়ে উঠে এসেছেতাঁর হাতে। কিন্তু এসর বিষয়ও ইতিমধ্যে বাইরের দেশে তো বটেই আমাদের দেশেওহয়ে গেছে। শুধু তাই নয় এ ধরনের ভাবনায় অসাধারণ সব কাজ করেছেন ভাস্করবিকাশ দেবনাথ সত্তরের দশকের গোড়া থেকেই। সুতরাং আশির দশকের শেষে এসেএ ভাবনা যে নতুন নয় এই উপলব্ধি শিল্পীকে একদম বদলে দেয় ৯৫--এ।

কর্মস্থলবদলে গেছে, সমুদ্র ঝাউবন অনেক দূরে চলে গেছে শুধু বাতাসে তার সুরটুকুথেকে গেছে। এই স্মৃতিতে ডুব দিলেই শোনা যায় সেই সুর, ভেসে আসে সেইছবি। জন্ম হয় এক নতুন শিল্প ভাবনার। গল্প নয়, কবিতাও নয় যুক্তহয় এক গভীর বেদনা -বেদনার সুর।

প্রয়োজনেএকধিক মাধ্যম ব্যবহার করেন শিল্পী। ব্যবহার করেন কুড়িয়ে পাওয়া বাসংগ্রহ করা নানান উপকরণ। ভিন্ন ভিন্ন মাধ্যমের এমন সার্থক ব্যবহারও শিল্পীকে এক অন্য স্বকীয়তায় পৌঁছেদিয়েছে। একটি কাজ জুড়ে নানাউপাদান-উপকরণ কখনো কিন্তু বেসুরো মনে হয়না। খুব বড় ওস্তাদের পক্ষেই মনে হয় এমনটি সম্ভব।

ঘুনধরা কাঠেকতগুলি ধাতব পাত আর স কিছু তার এসবের অনবদ্য প্রয়োগ হৃদয়েরক্ষত থেকেও যে সুর উৎসারিত হয় বুঝতে দর্শকদের অসুবিধে হয় না।

- একটি ক্ষতয়ভরা প্রসারিত কাঠ, তার উপর চক্‌চকে ধাতুর ফলক চাঁদেরআকারে যেন অসংখ্য লিপি আঁকা - পড়তে ঘিয়ে (বা দেখতে গিয়ে)শিল্পীকেই চেনা হয় - মুগ্ধ হই -রোমান্টিকতায়।

শিল্পীর নিজের কথাতেই 'সমস্তপ্রকৃতি জুড়ে সুর' একেই ছুঁতে চান বা পেতে চান তিনি। তাইসস্তার কাজে মন নেই। তাঁর ক াজের সামনে দর্শককে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়চমক নয়- গভীর ভাবনায় আবিষ্ট হয়ে।

একটি'কাজ' - যেখানে বেশ উঁচু একটুকরো প্রান্তর। সেখানে কয়েকটি ধাতব টুকরো শুধু সাজানোরগুণে হয়ে উঠেছে একটি রেলগাড়ী। তার গতি বোঝাতে উল্টোদিকেহেলে পড়া কয়েকটি গাছ স তারেরমাধ্যমে বুঝিয়েছেন। কাজটির স ামনে দাঁড়ালে রেলগাড়ির হুইসিল শোনা যায়,অনুভব করা যায় ঝাউবনের ঠান্ডা বাতাসকেও।

তেমনি কোন কাজেঘাসফুল, শালুক, চাঁদ এসব মিলে প্রকৃতির এক অদ্ভুত নিঃসঙ্গ, নির্জনতারসঙ্গীত শোনা যায়। সতারের ব্যবহার বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে অনুসঙ্গ রেখেপ্রকৃতিতেও মিশে যায়।

প্রকৃতি(ল্যান্ডস্কেপ) নিয়ে এ সমস্ত কাজগুলি আকারে ছোট কিন্তুদর্শককে হাজির করে এক দিগন্ত বিস্তৃত জমিরওপর। যেখ ানে দর্শক একাত্ম হয়ে যায় সেই পরিবেশের সঙ্গে। রঙের ব্যবহারঅত্যন্ত গুত্বপূর্ণ। রঙিন অক্সোলয়েড অ্যাক্রিলিক সিট এর ব্যবহারকাজগুলিকে করেছে আরো গভীর। সবুজ মাঠ, নীলনির্জন সমুদ্র, রঙের ব্যবহারতার সঠিক মাত্রাটি পেয়েছে। প্রকৃতি নিয়ে এমন প্রতীকি কাজ খুবকমই দেখা গেছে ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে।

শুধু প্রকৃতিরপ্রাকৃতিক মুগ্ধতা নয় সুরের মূর্ছনা মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় তাঁরভাস্কর্যে। বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রে তার সীমাবদ্ধ আকারকে ছড়িয়ে ছড়িয়ে পরে আরএক নান্দনিক রূপের ভেতর। তখন সেই মূর্তিগুলি আর নিছক মূর্তি থাকেনা, বেজে ওঠে কোন অজানা সুরে।

গোপীনাথ রায়েরদায়িত্ব আরো অনেক বেশী। ভলো কাজ করার এবং দর্শককে দেখানোর । কেননাপ্রথমোক্ত দু-জন শিল্পী আর আমাদের মধ্যে নেই।

এঁদেরসবার ভালোলাগার বিষয়বস্তু একই, শুধু যে যাঁর মতো করে মালা গেঁথেছেনতাঁদের পছন্দের ফুলগুলি নিয়ে। অ ামরা আশা রাখবো পরবর্তীপ্রজন্মের কাছে, যদিও এখনই বেশ কিছু তনশিল্পী কাজ করেছেন এইভাবনায়। নিত্য নতুন বিষয় খুঁজছেন, রূপ দিচ্ছেন নিজের মতো করে। কতসাধারণ জিনিষ অসাধারণ হয়ে উঠছে তাদের হাতে। দেখে মনে হয় কত কথাবকি ছিল, বলা হয়নি উদারতার অভাবে। 'মাষ্টারমশাই' আরনেই, নেই বিকাশ দেবনাথ, মীরা মুখার্জ্জী। তাঁদের দেখানো পথ আজ অনেকপ্রশস্ত প্রসারিতও। আমাদের ভাস্কর্য তার বিশুদ্ধতা নিয়েই এগিয়েযাবে সেই পথে।

কলেজস্ট্রিট পত্রিকায় প্রকাশিত

তন্ময়ব্যানার্জীশান্তিনিকেতন থেকে ফাইন আর্টস নিয়েস্নাতকোত্তর শিক্ষা সম্পূর্ণ করেছেন। বর্তমানে গর্ভনমেণ্ট আর্ট কলেজে শিক্ষকতায় নিযুক্ত।ভাস্কর্যকে তাঁরশিল্পীসত্বার বহিঃপ্রকাশের মূল মাধ্যম হিসাবে বেছে নিলেও কাগজ-রং -এর ম াধ্যমেওতাঁর অনায়াস প্রবেশাধিকার। ব্রোঞ্জ, পাথর, টেরাকোট া প্রভৃতিকে হাতিয়ারকরেই চলে তাঁর শিল্পসাধনা। অ ারএই সাধনার ফাঁকতালেই চলে লেখালেখি নিজ বিষয়কে ভালবেসে, কেন্দ্র করে। তথ্য, বিশ্লেষণে ও বর্ণনায় পরিপূর্ণ এইলেখাগুলি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে থাকে।